দৈনিক সংবাদ

তারিখ 30 JUL 1995
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

# পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণীত হচ্ছে না কেন?

আবু তাহের খান

গত ৩০শে জুন (১৯৯৫) চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদকাল শেষ হয়ে গেছে। বাংলাদেশে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ইতিপূর্বেকার রীতি ও ধারা অনুযায়ী ১লা জুলাই থেকে ১৯৯৫-২০০০ সাল মেয়াদী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কার্যকাল শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু যতদূর জানা যায় সরকার ১৯৯৫-২০০০ সাল মেয়াদী পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন থেকে বিরত রয়েছেন। তার পরিবর্তে ১৯৯৫ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত ১৫ বছর মেয়াদী একটি 'প্রেক্ষিত পরিকল্পনা' প্রণয়নের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে সেটিরও কোন কার্যকর রূপ নেই। অন্তত ১৯৯৫-৯৬ সালের যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) গত জুনে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক)-এর সভায় অনুমোদিত হয়েছে, তা থেকে সেটি প্রতীয়মান হয় না। কারণ উক্ত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী উল্লেখিত প্রেক্ষিত পরিকল্পনার অংশ হিসেবে প্রণীত হয়নি— প্রণীত হয়েছে কোন মেয়াদী পরিকল্পনার অংশ ছাড়াই একান্ত বিচ্ছিন্নভাবে।

দীর্ঘমেয়াদী প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ বাংলাদেশে এর আগেও একাধিকবার নেয়া হয়েছে। একবার ১৯৮০-২০০০ সাল মেয়াদী এবং আর একবার ১৯৯০-২০১০ সাল মেয়াদী প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ হাতে নেয়া হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এর কোনটিই সূর্যের আলো দেখেনি। খোঁজখবর নিয়ে যতটুকু জানা যায়, তাতে ১৯৯৫-২০১০ সাল মেয়াদী প্রেক্ষিত পরিকল্পনাও শেষ পর্যন্ত আলোচনার স্তর পার হবে কিনা সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। কেন সন্দেহ রয়েছে সেটি বলছি। প্রথমত ১৯৯৫-২০১০ সাল মেয়াদের মধ্যকার ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরের কর্মসূচী ইতিমধ্যেই প্রণীত হয়ে গেছে, বিচ্ছিন্নভাবে তৈরি ১৯৯৫-৯৬ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী প্রণয়নের মধ্য দিয়ে। অতএব উক্ত প্রেক্ষিত পরিকল্পনা যে অন্তত ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছর থেকে অর্থাৎ নির্ধারিত সময় থেকে শুরু করা যায়নি, তা নিশ্চিত হওয়া গেল। দ্বিতীয়ত বলা হয়েছে যে, উক্ত প্রেক্ষিত পরিকল্পনা হবে অংশীদারিত্ব ভিত্তিক, যার অর্থ দাঁড়ায় উক্ত পরিকল্পনার প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ব্যাপক জনগণের অংশগ্রহণ থাকবে। কিন্তু পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য যে ধরনের রাজনৈতিক-প্রশাসনিক বাস্তব কাঠামো থাকা দরকার সেটি আমরা এখনো গড়ে তুলতে পারিনি। যার মধ্যে সর্বপ্রধান একটি মাধ্যম হতে পারতো জনপ্রতিনিধিত্বশীল শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা। কিন্তু সঙ্কীর্ণ দলীয় স্বার্থ, রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাব, দীর্ঘকালব্যাপী সামরিক ও আধা-সামরিক শাসনের উপস্থিতি প্রভৃতি নানা কারণে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সে ধরনের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গড়ে তুলবার উদ্যোগ অদ্যাবধি দেখা যায়নি। ফলে জনগণের অংশীদারিত্বভিত্তিক প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়নের ধারণা যত উচ্চকণ্ঠেই ব্যক্ত করা হোক না কেন, বিদ্যমান রাজনৈতিক-প্রশাসনিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন ব্যতিরেকে তা কিছুতেই সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক-প্রশাসনিক কাঠামোতে উল্লেখিত পরিবর্তন সাধিত না হওয়া পর্যন্ত এ জাতীয় অংশীদারিত্বমূলক পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য অনেকেই যে 'ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন'-এর কথা বলেন, এক্ষেত্রে সেটিও খুব একটা হয়নি। ফলে খুব স্বাভাবিকভাবেই ধারণা করা চলে যে, শেষ পর্যন্ত ১৯৯৫-২০১০ সাল মেয়াদী প্রেক্ষিত পরিকল্পনাটিও বাস্তবের মুখ দেখবে না। সে তুলনায় কিছুটা সহজ এবং অনেকটাই সম্ভব ছিল ১৯৯৫-২০০০ সাল মেয়াদী একটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা কিন্তু সরকার সেটি কেন করলেন না, বুঝা গেল না।

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কেন প্রণয়ন করা হলো না— তার জবাবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কি এটা বলবেন যে, সরকারী নীতিমালায় যেহেতু অবাধ বাজার অর্থনীতিকে গ্রহণ করা হয়েছে, সেহেতু এ ধরনের নিয়ন্ত্রিত কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার প্রয়োজন নেই? যদি বলেন, তাহলে তো ১৯৯৫-২০০০ সাল মেয়াদী প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়নেরও প্রশ্ন আসে না। কিন্তু উক্ত প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী প্রণয়নের মধ্য দিয়ে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, এ ধরনের মেয়াদী পরিকল্পনার ধারণা সরকার পরিত্যাগ করেননি এবং প্রকৃত প্রস্তাবে তা উচিতও নয়। কারণ, উন্নয়নের যে পর্যায়ে বর্তমানে বাংলাদেশের অবস্থান, তার চেয়ে অনেক বেশিদূর এগিয়ে থেকেও বিশ্বের বহু দেশ এ ধরনের মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণের ধারণা পরিত্যাগ করেনি। অতএব, উন্নয়নের একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে না পৌঁছা পর্যন্ত এ ধরনের মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণের ধারা আমাদেরকে অব্যাহত রাখতেই হচ্ছে। আর তা রাখতে হলে উল্লেখিত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ব্যতিরেকে বিচ্ছিন্নভাবে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ বহুলাংশে সম্পদের অপচয় ভিন্ন কিছু নয়।

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজটি এত বেশি জরুরী হওয়া সত্ত্বেও তা প্রণীত হলো না কেন? আসলে, এ ধরনের পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্ব পরিকল্পনা কমিশন নামক যে প্রতিষ্ঠানটির ওপর ন্যস্ত— ক্ষমতাসীন ও তাদের বিদেশি মুরুব্বীদের ইচ্ছায়, অবহেলায় কিংবা অযোগ্যতায় সেটি আজ এক প্রায় নামসর্বস্ব দুর্বল প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে, যেমনটি খোদ পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী মহোদয় গত ৪ঠা জুন (১৯৯৫) তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সেমিনারেও উল্লেখ করেছেন (পত্রিকায় প্রকাশিত খবর)। অথচ এ পরিকল্পনা কমিশনই হতে পারতো আমাদের জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতির পথপ্রদর্শক।

অবমূল্যায়ন সত্ত্বেও পরিকল্পনা কমিশনকে যেহেতু এখনো বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়নি এবং দেশ ও জাতির স্বার্থেই যেহেতু তা করা উচিত হবে না, সেহেতু ওখানে যারা নানা প্রতিকূলতার মধ্যে থেকেও কাজ করছেন, কেন তারা পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে ব্যর্থ হলেন? রাজনৈতিক দিক-নির্দেশনার অভাব ছিল? এছাড়া অন্য কোন কারণ তো দেখা যায় না। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে পরিবর্তিত রাজনৈতিক ধারণাকে আত্মস্থ করতে যেয়ে যেখানে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকে সংশোধন করা সম্ভব হয়েছে, সেখানে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে বাধা কেন?

কি সমস্যা ছিল? রাজনৈতিক মতৈক্যের অভাব? তাহলে সে ধরনের মতৈক্য ছাড়াই প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়নের ধারণা আসলো কেমন করে? এ প্রসঙ্গে অনেকেতো স্পষ্টতই বলেছেন যে, উক্ত প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা উচিত ছিল আসন্ন নির্বাচন-উত্তর সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর যাতে পরিবর্তিত পরিবেশে রাজনৈতিক ঐকমত্য গড়ে তোলা সম্ভব হয়। কিন্তু তজ্জন্য অপেক্ষা না করে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজে যখন হাত দেয়া হয়েছে, তখন পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজে হাত দেয়াতেও কোন বাধা থাকা উচিত ছিল না।

বর্তমান পরিস্থিতিতে এখন কি করা যায়? এ বিষয়ে কোন কিছু প্রস্তাব করার আগে পরিষ্কার হওয়া দরকার যে, এ ধরনের যেকোন উন্নয়ন পরিকল্পনার সাফল্য ও ব্যর্থতা মূলত নির্ভর করে তিনটি বিষয়ের ওপর। এক— রাজনৈতিক মতৈক্য, দুই— জনগণের অংশগ্রহণ এবং তিন—সুনির্দিষ্ট কৌশল নির্ধারণ। এ তিনটি বিষয়কে সামনে রেখে পরিকল্পনা কমিশন নয়া অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীকে আত্মস্থ করে এখনই ১৯৯৫-২০০০ সাল মেয়াদী একটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজে হাত দিতে পারেন।

পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য যে ব্যাপক প্রশাসনিক সংস্কার, সেটি হয়তো রাতারাতি সম্ভব হবে না। তবে প্রস্তাবিত পরিকল্পনা বা পরিকল্পনাগুলো জাতীয় সংসদে উথাপন করা সম্ভব হলে তা জনমতের প্রতিনিধিত্বকে কিছুটা পূরণ করবে বলে আশা করা যায়। তবে পাশাপাশি রাজনৈতিক-প্রশাসনিক সংস্কারের প্রচেষ্টাও চালিয়ে যেতে হবে এবং তা না হওয়া বিভিন্ন ধরনের ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন ও এ জাতীয় মতামত গ্রহণ কৌশলকে ব্যবহার করা যেতে পারে।

আমরা পরিকল্পনা কমিশনের কাছ থেকে দেশ ও জনগণের স্বার্থানুকূল প্রাগ্রসর ও গণমুখী উন্নয়ন পরিকল্পনা পাবার প্রত্যাশায় থাকলাম। পরিকল্পনা কমিশনই হোক দেশ ও জাতির অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম কারিগরি দিক-নির্দেশক। তবে সেক্ষেত্রে পরিকল্পনা কমিশনকে দিক-নির্দেশনা প্রদানের দায়িত্ব অবশ্যই রাজনৈতিক নেতৃবর্গের।